ব্রি ধান১০৪

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১০৪ বাসমতি টাইপের প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন একটি সুগন্ধী বোরো মৌসুমের একটি জাত। জাতটির কৌলিক সারি বিআর ৮৮৬২-২৯-১-৫-১-৩। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)'তে ২০০৭ সালে আইআর৭৪০৫২-২১৭-৩-৩ এর সাথে বিআর৭১৫০-১১-৭-৪-২-১৬ এর সংকরায়ণ করে এবং পরবর্তীতে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। ব্রি গাজীপুরের গবেষণা মাঠে ব্রি ধান১০৪ এর হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয় এবং পরবর্তীতে নির্বাচিত হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি ০৫ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর ২০১৯ সালে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় সমূহের গবেষণা মাঠে ও ২০২০ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর ২০২১ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কতৃক স্থাপিত প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় (পিভিটি) সন্তোষজনক হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল কতৃক সুপারিশের পর জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়। অতঃপর ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৮তম সভায় এ জাতটি সুগন্ধী প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বোরো মওসুমের উচ্চ ফলনশীল জাত ব্রি ধান১০৪ হিসাবে দেশজুড়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- আধুনিক উফশী ধানের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯২ সে.মি.।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১.৫ গ্রাম।
- ধানের দানার রং খড়ের মতো।
- চাল লম্বা চিকন, বাসমতি টাইপের এবং রং সাদা।
- এটি একটি সুগন্ধী ধানের জাত (GCMS পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত Volatile aromatic compound এর ২.১২ ppm).
- চালে অ্যামাইলোজ এর পরিমাণ ২৯.২% এবং ভাত ঝরঝরে।
- চালে প্রোটিন এর পরিমাণ ৮.৯%।

ব্রি ধান১০৪

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১০৪ এর জীবনকাল ব্রি ধান৫০ এর প্রায় সমান। এ ধানের গুনগত মান ভাল অর্থাৎ চালের আকৃতি লম্বা চিকন (৭.৫ মি.মি.)। প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষায় ব্রি ধান১০৪ এর ফলন দেশের দশটি অঞ্চলে ব্রি ধান৫০ এর চেয়ে প্রায় ১১.৩৩% বেশী পাওয়া গেছে এর মধ্যে শীর্ষ ছয় স্থানে এটি ব্রি ধান৫০ এর চেয়ে ১৭.৯৪% বেশি ফলন দিয়েছে। এ জাতটি বাসমতি টাইপের ব্রি'র একমাত্র সুগন্ধী ধানের জাত। এ জাতের হেক্টরে গড় ফলন ৭.২৯ টন। উপযুক্ত পরিবেশে সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে এ জাতটি হেক্টরে ৮.৭১ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৭ দিন।

ফলন: ব্রি ধান১০৪ এর গড় ফলন ৭.৩ টন/হেক্টর। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টও প্রতি ৮.৭ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১০৪ বোরো মৌসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ০১-২০ অগ্রাহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (১৫ নভেম্বর থেকে ০৪ ডিসেম্বর)।
২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।
৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি
৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।
৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
৪০	১৩	২২	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় তিন কিস্তি ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি, সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি রোপনের ২০-২৫ দিন পর অর্থাৎ গোছায় কুশি দেখা দিলে এবং ৩য় কিস্তি রোপনের ৪৫-৫০ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: ব্রি ধান১০৪ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। এ জাতটি ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়া রোগ প্রতিরোধী, তবে অন্যান্য রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করা উচিত।

৭. আগাছা দমন: রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থাপনা: রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমানে রস থাকা প্রয়োজন। এ সময় খরা দেখা দিলে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৯. ফসল কাটা: ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ০১ - ১৫ বৈশাখ (১৫ - ৩০ এপ্রিল)। শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ধান অর্ধ-স্বচ্ছ এবং অর্ধ-পরিপক্ক হলে দেরী না করে ধান কেটে ফেলা উচিত।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd